মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস কার্যক্রম উদ্বোধন এবং বন্ধন এক্সপ্রেস এর ফ্লাগিং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ ভিডিও কনফারেন্স

বক্তব্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

গণভবন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৫ কার্তিক ১৪২৪, ০৯ নভেম্বর ২০১৭

বিসল্লামিহির রাহমানির রাহিম

ভারতের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী,

বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ,

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জি,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল।

মোদীজি, সুষমাজী, মমতাজীসহ ভারতের জনগণকে দিওয়ালি এবং বিজয়ার বিলম্বিত শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্কের আরেকটি অনন্যদিন আজ। আজ ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য উভয়প্রান্তে বহিরাগমন ও কাস্টমস কার্যক্রম চালু এবং খুলনা-কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেনের ফ্লাগিং হচ্ছে। ভারতের মান্যবর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব কার্যক্রম উদ্বোধন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

উভয় কার্যক্রমের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হ'ল। কলকাতার চিতপুরে নতুন আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনালসহ এসব উদ্যোগ ঢাকা-কলকাতা এবং খুলনা-কলকাতার মধ্যে আরামদায়ক ভ্রমণে সহায়ক হবে।

আমি মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পর্যটন উন্নয়নে এই সেবাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি আশা করি, আমাদের সম্পর্কের এই চমৎকার পরিপক্কতা দু'দেশের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করবে।

রেলওয়ে খাতে আমাদের দু'দেশের মধ্যে চমৎকার সহযোগিতা বিদ্যমান। ২০০৯ সাল থেকে এই সম্পর্ক আরও জোরালো হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মালামাল পরিবহনের জন্য ১৯৬৫-পূর্ব রেল যোগাযোগ পুনরায় চালুর লক্ষ্যে আমরা উভয় দেশই কাজ করে যাচ্ছি।

আমি জানতে পেরেছি, এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ইতোমধ্যে চালু হয়েছে এবং বাকীগুলো চালুর জন্য প্রয়োজনীয় কাজ এগিয়ে চলেছে। লাইন অব ক্রেডিট তহবিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য আমি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আজ আরও আনন্দিত যে, আজ ভৈরব ও তিতাসে দু'টি রেলওয়ে সেতুর উদ্বোধন করা হচ্ছে যা ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে যাতায়াত সহজতর করতে সহায়ক হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের মূল ভিত্তি যোগাযোগ। আমাদের দুই দেশ শুধু রেল, সড়ক, নদী বা আকাশ পথে সংযুক্ত নয়। আমরা ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ, উপকূলীয় নৌপথ, বিদ্যুৎ গ্রিড ইত্যাদির মাধ্যমেও সংযুক্ত।

আমাদের সংযুক্ত হওয়ার এসব নতুন নতুন পথ সার্বিক সংযোগের কাঠামোতে বিচিত্র মাত্রা যোগ করেছে। এখানে আমি আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, সম্প্রতি আমাদের এই যোগাযোগ মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ভারত এবং অন্যান্য নিকট প্রতিবেশির সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই। যেখানে আমরা সুপ্রতিবেশি হিসেবে পাশাপাশি বসবাস করতে পারি এবং জনগণের কল্যাণের জন্য গঠনমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারি।

এ ব্যাপারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে আঞ্চলিক সহযোগিতার যে রূপকল্প দিয়েছিলেন তা আমাদের সব সময়ই পথ-প্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

এক্সিলেন্সি,

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক বস্তুতপক্ষে এ অঞ্চলে এবং অঞ্চল ছাড়িয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌছানোর উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

আমি নিশ্চিত, আমাদের দু'দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য আগামীতে এ ধরণের আরও অনেক আনন্দঘন মূহূর্ত অপেক্ষা করছে। আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আমি আপনার সঙ্গে কাজ করার জন্য সব সময়ই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...